দৈনিক ইত্তেফাক

২৫

তারিখ ... 18 FEB 1994 ...
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ২

বুয়েট কবে সচল হবে?

বুয়েট (বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়)-এর অচলাবস্থা কবে দূর হবে-এ প্রশ্ন এখন সংশ্লিষ্ট সবার মনে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তখন কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করতে থাকেন অবিলম্বে তা খোলার জন্যে, কিন্তু বুয়েট খোলাই রয়েছে, অথচ ক্লাস হচ্ছে না। এ কোন্ ধরনের অচলতা? -এর অবসানইবা করবে কে?

সেশন জটমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শুধ কল্পনাতেই সম্ভব-এ কথা বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য বুয়েটের জন্যেও। এক বছরের সিস্টেম লসের পরেও দু'এক বছরের যে সেশন জট বিদ্যমান, তা দূর করার জন্যে বুয়েট কর্তৃপক্ষের তৎপরতার অন্ত নেই। সে তৎপরতারই আংশিক ফল হিসেবে ১৯৯০-৯১ সেশন থেকে সেমিষ্টার পদ্ধতির পরিবর্তে চালু হয়েছে কোর্স পদ্ধতি। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা তথা ভাইসচ্যান্সেলর হিসেবে সদ্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ শাহজাহান। ১৯৯১ সালের ২৪ এপ্রিল ভিসি হিসেবে দায়িত্বগ্রহণের পর পরই তিনি সেশনজট নিরসনের ব্যাপারে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন বলে ধরে নেয়া যায়। অথচ সেই কৃতী ভিসির পদত্যাগের দাবীতে আজ বুয়েট ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ হয়, ক্ষোভযুক্ত ছাত্রদের উন্মত্ততায় কাউন্সিল ভবন ও ভিসি'র বাসভবন আক্রান্ত হয়। সার্বিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ক্যাম্পাসে ও ভিসির বাসভবনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ইদানীং এই দাবীতে বুয়েটের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ঐক্য পরিষদও জোরেশোরে আন্দোলনে নেমেছে, মিছিলে-মিটিং-এ তারাও ক্যাম্পাস কাঁপিয়ে তুলছে। তাহলে কি ভিসি মহোদয়ের পদত্যাগ আসন্ন? আর তাঁর পদত্যাগের দাবীর কারণইবা কি?

গত বছরের আগষ্টের প্রথমদিনে পরীক্ষা পিছানোর দাবীতে ছাত্রেরা ক্যাম্পাসে ব্যাপক ভাংচুর করে এবং তখন থেকেই ভিসির বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলনের প্রবণতা তৈরী হয়। পরবর্তীতে ক্লাস রুটিন পরিবর্তনসহ বিভিন্ন দাবীতে ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল করতে থাকে। এক পর্যায়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতির প্রেক্ষিতে শিক্ষকরা তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের ছাত্রদের ক্লাস নেয়া থেকে বিরত থাকেন এবং এর পর পরই ঐ ছাত্রেরা সার্বিক ধর্মঘট ডেকে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের ক্লাস বর্জনে বাধ্য করে। এদিকে শিক্ষক সমিতি উচ্ছৃংখল ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণসহ কয়েকদফা দাবীতে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ধর্মঘট আহ্বান করলে কর্তৃপক্ষ ১৯৯৩-এর ১৯ ডিসেম্বর থেকে দু'সপ্তাহের শীতকালীন ছুটি ঘোষণা করেন। বাৎসরিক একাডেমিক প্রোগ্রামে যে ছুটির কোন উল্লেখই ছিল না, সেই ছুটি সংযোজিত হল তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধিত নতুন

বুয়েট ক্যাম্পাস

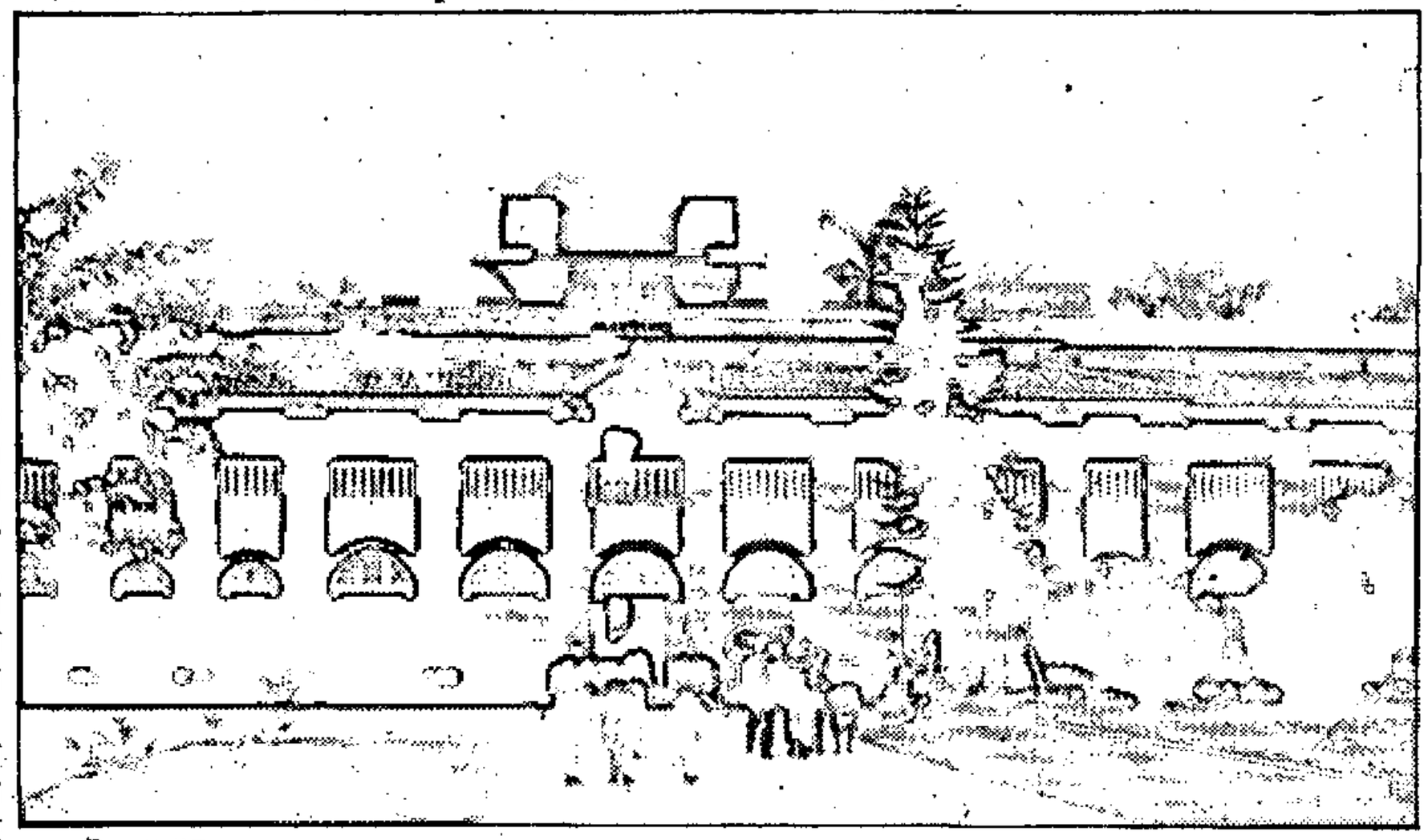

একাডেমিক প্রোগ্রামে, ফলে সেশন পিছিয়ে গেল দু'সপ্তাহ। কিন্তু এতেই শেষ নয়। শীতকালীন অবকাশের পর বিশ্ববিদ্যালয় খুললেও শিক্ষকরা ক্লাসে গেলেন না। আরও তিনদিন তাঁদের ধর্মঘট চলল। কিন্তু তারপরও ক্লাস হল না। তিনদিন ছাত্রেরা ক্লাসে গিয়ে ফিরে এসেছে, এবার শিক্ষকরা ক্লাসে গিয়ে ফিরে আসতে লাগলেন। কারণ, ছাত্রেরা আর ক্লাসে নেই। ওরা জটলা পাকাল ক্যাম্পাসে। উত্তপ্ত মিটিং আর বিক্ষোভ মিছিলে ক্যাম্পাস আবারও কেঁপে উঠল। এক দফা এক দাবী, ভিসি তুই করেন যাবি? পাগলা ভিসির গদিতে, আগুন জ্বালো একসাথে। এবার কোন ছাত্রকে আর ক্লাস বর্জনে বাধ্য করতে হল না। সবাই স্বেচ্ছায় ধর্মঘট সমর্থন করতে লাগল। ইতিমধ্যেই ভিসির বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। যেমন ঃ ১. ভিসি ছাত্রদের দাবী-দাওয়ার প্রতি কর্ণপাত করন না। ২. তার স্বেচ্ছাচারিতার কারণে ছাত্র-কর্মচারীরা কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ৩. তার অযোগ্যতার কারণে প্রশাসন অন্ধত্বে ভুগছে। ৪. বিভিন্ন বিষয়ে তার অনমনীয় দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের ফলে সৃষ্ট জটিলতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ছাত্রদের বিভিন্ন দাবী হল- ১. টিউশন ফি ও ট্রান্সক্রিপ্ট চার্জ কমাতে হবে। ২. ছাত্রদের স্কলারশিপের পরিমাণ বাড়াতে হবে। ৩. লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ৪. হলগুলোতে প্রয়োজনীয় বাদ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে। ৫. বর্তমান ক্লাস রুটিন পরিবর্তন করতে হবে ৬. প্রিপলিভের সময়কাল বাড়াতে হবে। ৭. রাত দশটার পর একাডেমিক এলাকায় চলাচলের-স্বাধীনতা দিতে হবে। ৮. সেশন জট কমাতে হবে ইত্যাদি।

বিগত মধ্য জানুয়ারীতে বুয়েট ক্যাম্পাসে বহিরাগত মাস্তানদের হাতে রাতের অন্ধকারে জনৈক কর্মচারী খুন হওয়ার পর ভিসির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা ঢাকঢোল পিটিয়ে আন্দোলনে নেমেছে। তাদেরও একই দাবী অযোগ্য ভিসির পদত্যাগ চাই, সকলের নিরাপত্তা চাই। এরই মাঝে ১৭ জানুয়ারী রাত ১০ টায় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ক্যাম্পাসে বিশাল মিছিল বের করে, কাউন্সিল ভবনের দরজা জানালার কাঁচ ভাংচুর করে এবং সবশেষে ভিসির বাসভবনে হামলা করে, যদিও ভিসি কোন রকমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এ ঘটনার পর পরই ক্যাম্পাসে ও ভিসির বাসভবনের সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তাদের সরানো হয়নি।

বুয়েট থেকে সদ্য পাস করা জনৈক ছাত্র ১ম বর্ষের একজন ছাত্রকে বলছেন 'যেমন করেই হোক, তোমরা এই ভিসিকে সরাও।' ১ম বর্ষের ছাত্রের জবাব- 'ভিসির ব্যাপারে আপনাদের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে, আমাদের সেটা নেই'। পাসকরা ছাত্র তখন বললেন- 'কিছুদিন দেখো, তাহলেই হাড়ে হাড়ে সব বুঝতে পারবে'। কিন্তু তা বোঝারও আর বোধ হয় অবকাশ নেই। কারণ, বুয়েটের তাবৎ ছাত্র ও কর্মচারী আজ একই দাবীতে একাত্ম হয়েছে। ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভিসি পদত্যাগ না করা পর্যন্ত কেউ ক্লাসে যাবে না।

প্রতিদিন ক্লাসরুম খোলা হচ্ছে। বাস সার্ভিস চালু রয়েছে। অনেকেই ক্যাম্পাসে আসছে। কিন্তু কেউই ক্লাসে যাচ্ছে না। জনগণের বিক্ষোভ আন্দোলনের মুখে স্বৈরশাসক যেমন কার্ফু জারি করেও দু'দিনের বেশি টিকতে পারে না, তেমনি বুয়েটের ভিসিকেও বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হবে বলে অনেকে মনে করেন।

এ দিকে যতই দিন যাচ্ছে, ততই সেশন পিছিয়ে পড়ছে। উল্লেখ্য, বুয়েটে ১৯৯২-৯৩ ও ১৯৯৩-৯৪ সেশনের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস কবে শুরু হবে তা অনিশ্চিত, অথচ দুই সেশনের ছাত্র-ছাত্রীরা ইতিমধ্যেই ভর্তি হয়ে ক্লাস শুরুর অপেক্ষায় রয়েছে। এভাবেই অচল হয়ে রয়েছে দেশের গৌরবময় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-কার্যক্রম, এই অচলতা কোন অবস্থাতেই কারো কাম্য হতে পারে না। এর অবসান প্রয়োজন, যত শীঘ্রসম্ভব

❑ মহিউল আলম স্বাধীন